প্রবন্ধ

আহলে হাদীস নামধারীদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

পূর্ব প্রকাশিতের পর

'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলা চাই

হানাফী মাযহাবানুসারে প্রত্যেক নামাযী -ইমাম হোন কিংবা মুক্বতাদী অথবা একাকী নামায সম্পন্নকারী হোন আর নামাযও 'জাহ্‌রী' (উচ্চস্বরে ক্বিরআত বিশিষ্ট) হোক, কিংবা 'সিররী' (নিম্নস্বরে ক্বিরআত বিশিষ্ট) হোক, 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলবেন। কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবী সম্প্রদায়ের মতে 'জাহরী' নামাযে ইমাম ও মুক্বতাদী উচ্চস্বরে চিৎকার করে 'আ-মী-ন' বলবে। সুতরাং এ মাসআলা দু'টি পরিচ্ছেদে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের প্রমাণাদি আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওহাবীদের আপত্তি ও সেটার খণ্ডন করা হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিম্নস্বরে আমীন বলা আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশের অনুরূপ। উচ্চস্বরে চিৎকার করে আমীন বলা ক্বোরআন-ই করীমেরও বিরোধী এবং হাদীস ও সুন্নাতের পরিপন্থী (বিপরীত)।

দলীলাদি নিম্নরূপঃ

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান-

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

তরজমা: "আপন রবের মহান দরবারে দো'আ (প্রার্থনা) করো বিনয়ভাবে এবং নিম্নস্বরে।" 'আ-মী-ন'ও দো'আ। সুতরাং এটাও নিম্নস্বরে বলা উচিত। মহান রব এরশাদ ফরমান-

وَاِذَا سَئَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

তরজমা: হে মাহবূব, যখন লোকেরা আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে (বলুন) 'আমি অত্যন্ত নিকটে। আমি প্রার্থনাকীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে আমাকে আহ্বান করে, বুঝা গেলো যে, চিৎকার করে তাকেই ডাকা হয়, যে আমাদের থেকে দূরে। মহান রব আমাদের স্কন্ধশিরা অপেক্ষাও নিকটে। সুতরাং 'আ-মী-ন' (হে আল্লাহ্! কবুল করো) উচ্চস্বরে বলা অনর্থক, বরং ক্বোরআনের শিক্ষার বিপরীত। কারণ, 'আ-মী-ন'ও দো'আ।

হাদীস শরীফ থেকে দলীল

হাদীস নম্বর ১-৮

বোখারী, মুসলিম, আহমদ, মালিক, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন ইমাম 'আ-মী-ন' বলবে, তখন তোমরাও 'আ-মী-ন' বলো। কেননা, যার 'আ-মী-ন' ফেরেশতাদের 'আ-মী-ন'-এর অনুরূপ হবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো, গুনাহ্‌সমূহের ক্ষমা রয়েছে ওই নামাযীর জন্য, যার 'আ-মী-ন' ফেরেশতাদের 'আ-মী-ন'-এর মতো হবে। আর প্রকাশ্য কথা হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণ 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলেন। তাই আমরা আজ পর্যন্ত তাঁদের 'আ-মী-ন' শুনিনি। সুতরাং আমাদের 'আ-মী-ন'ও নিম্নস্বরে হওয়া চাই, যাতে তা ফেরেশতাদের আমলের অনুরূপ হয় এবং পাপরাশিরও ক্ষমা হয়। যে সব ওহাবী (সালাফী, লা-মাযহাবী) চিৎকার করে 'আ-মী-ন' বলে, তারা তো যেভাবে মসজিদে আসে, সেভাবেই মসজিদ থেকে যায়, তাদের গুনাহগুলোর ক্ষমা হয় না, কেননা, তারা ফেরেশতাদের 'আ-মী-ন'-এর বিরোধিতা করে।

হাদীস নম্বর ৯-১৩

বোখারী, শাফে'ঈ, মালিক, আবূ দাউদ, নাসাঈ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنُ فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

অর্থ: রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন ইমাম বলে, "গায়রিল মাগদ্বূ-বি 'আলায়হিম ওয়ালাদ্ব দ্বোয়া-ল্লী-ন", তখন তোমরা বলো, "আ-মী-ন"। কেননা, যার এ 'আ-মী-ন' বলা ফেরেশতাদের 'আ-মী-ন' বলার মতো হবে, তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এ হাদীস শরীফ থেকে দু'টি মাসআলা প্রতীয়মান হয়-

এক. মুক্বতাদী ইমামের পেছনে 'সূরা ফাতিহা' মোটেই পড়বে না, যদি মুক্বতাদী পড়তো, তবে হুযূর-ই আক্রাম এরাশদ করতেন- "যখন তোমরা 'ওয়ালাদ্ব দ্বোয়া-ল্লীন' বলবে, তখন তোমরা 'আ-মী-ন' বলবে। 'ওয়ালাদ্ব দ্বোয়া-ল্লী-ন' বলা ইমামের কাজ। মহান রব এরশাদ করছেন-

اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ فَامْتَحِنُوْ هُنَّ

তরজমা: "যখন তোমাদের নিকট মু'মিন নারীগণ আসে তখন তাদের পরীক্ষা নাও।"

দেখুন,পরীক্ষা নেওয়া শুধু মু'মিন পুরুষদের কাজ, মু'মিন নারীদের কাজ নয়। কোন হাদীসে একথা বলা হয়নি-

اِذَا قُلْتُمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنُ

(যখন তোমরা 'ওয়ালাদ্ব দোয়া-ল্লী-ন' বলো, তখন 'আ-মী-ন' বলে নাও!) বুঝা গেলো যে, মুক্বতাদীগণ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবেই না।

দুই. 'আ-মী-ন' আস্তে বলা চাই। কেননা, ফেরেশতাদের 'আ-মী-ন', বলা নিম্নস্বরে হয়ে থাকে। ফলে আজ পর্যন্ত আমরা শুনতে পায়নি।

স্মর্তব্য যে, এখানে ফেরেশতাদের 'আ-মী-ন' বলার মতো হওয়া মানে 'সময়ের মিল' নয়, বরং বলার ধরণে মিল থাকা। ফেরেশতাদের 'আ-মী-ন'-এর সময়তো তখনই, যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ খতম করেন। কেননা, আমাদের সংরক্ষক ফেরেশতাগণ আমাদের সাথেই নামাযগুলোতে শরীক হন এবং ওই সময়ই 'আ-মী-ন' বলেন।

হাদীস নম্বর ১৪-১৮

ইমাম আহমদ, আবূ দাঊদ ত্বায়ালেসী, আবূ ইয়া'লা মসূলী তাবরানী, দার-ই কুতনী ও হাকিম 'মুস্তাদ্রাক'-এ হয়রত ওয়া-ইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম হাকিম বলেছেন, "সেটার সনদ অতি মাত্রায় বিশুদ্ধ।" বর্ণনাটা নিম্নরূপ-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجَرٍ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَاَخْفٰى بِهَا صَوْتَهُ-

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়েছেন, যখন হুযূর-ই আকরাম 'ওয়ালাদ্ব দ্বোয়া-ল্লীন'-এ পৌঁছেছেন, তখন তিনি বলেন, 'আ-মী-ন'। আর 'আ-মী-ন' বলার সময় কণ্ঠস্বর শরীফকে নিচু রেখেন। বুঝা গেলো যে, 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলাই রসূলুল্লাহ্র সুন্নাত। উচ্চস্বরে বলা একেবারে সুন্নাত বিরোধী।

হাদীস নম্বর ১৯-২১

আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ও ইবনে আবী শায়বাহ্ হযরত ওয়া-ইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ وَخَفَضَ بِهِ صَوْتَهُ-

অর্থ: তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি পড়েছেন, "গায়রিল মাগদ্বো-বি আলায়হিম ওয়ালাদ্ব দ্বো-য়াল্লী-ন।" তখন তিনি বলেছেন, 'আ-মী-ন' এবং আওয়াজ শরীফকে নিচু রেখেছেন।

হাদীস নম্বর ২২-২৩

ইমাম তাবরানী 'তাহযীবুল আ-সার'-এ এবং ইমাম তাহাভী হযরত ওয়া-ইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلِىٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَابِاٰمِيْنُ-

অর্থ: হযরত ওমর ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা 'বিস্মিল্লাহ্' না উঁচু আওয়াজে পড়তেন, না আ-মী-ন। বুঝা গেলো যে, নিম্নস্বরে 'আ-মী-ন' বলা সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাত।

হাদীস নম্বর ২৪

হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা 'আইনী হযরত আবূ মা'মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يُخْفِىْ الْاِمَامُ اَرْبَعًا اَلتَّعَوُّذُ وَبِسْمِ اللهِ وَاٰمِيْنْ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ-

অর্থ: হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ইমাম চারটি বিষয় নিম্নস্বরে বলবে- 'আ'ঊযু বিল্লাহ্', 'বিস্‌মিল্লাহ্', 'আ-মী-ন' 'রাব্বানা- লাকাল হামদু'।

হাদীস নম্বর ২৫

ইমাম বায়হাক্বী হযরত আবূ ওয়া-ইল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ يُخْفِى الْاِمَامُ اَرْبَعًا بِسْمِ اللهِ وَاللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَالتَّعَوُّذَ وَالتَّشَهُّدَ-

অর্থ: ইমাম চারটি জিনিষ নিম্নস্বরে বলবেন- বিস্‌মিল্লাহ্, রাব্বানা লাকাল হামদু, আ'ঊযু ও আত্তাহিয়্যাত।

হাদীস নম্বর ২৬

ইমাম আবূ হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্‌রাহীম নাখ'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْاِمَامُ التَّعَوُّذ وَبِسْمِ اللهِ وَسُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَاٰمِيْنُ- رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِى الْاٰثَارِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِىْ مُصَنَّفِهِ-

অর্থ: তিনি বলেন, ইমাম চারটি বিষয় নিম্নস্বরে বলবেন- 'আ'ঊযু', 'বিস্‌মিল্লাহ্', 'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা' এবং 'আ-মী-ন।' এ হাদীস শরীফ ইমাম মুহাম্মদ 'আ-সার'-এ এবং ইমাম আবদুর রায্‌যাক্ব তার 'মুসান্নাফ'-এ বর্ণনা করেছেন।

যুক্তিও চায় যে, 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলা হোক। কেননা, 'আ-মী-ন' ক্বোরআন-ই করীমের আয়াত কিংবা কলেমা (বাক্য) নয়। একারণে, সেটাকে না জিব্‌রাঈল আমীন এনেছেন, না ক্বোরআন মজীদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, বরং এটা দো'আ ও আল্লাহর যিকর। সুতরাং যেভাবে সানা, আত্তাহিয়্যাত, দুরূদ-ই ইব্‌রাহী-মী ও দো'আ-ই মা'সূরা ইত্যাদি নিম্নস্বরে পড়া হয়, তেমনি 'আ-মী-ন'ও নিম্নস্বরে বলা উচিত।

এ কেমন ব্যাপার যে, সমস্ত যিকর নিম্নস্বরে বলে থাকে, কিন্তু 'আ-মী-ন-কে সবাই জোরে চিৎকার করে বলছে। এভাবে বলা পবিত্র ক্বোরআনের বিরোধী, সহীহ হাদীস শরীফেরও পরিপন্থী, সাহাবা-ই কেরামের 'আমলেরও (বিরোধী)। তাছাড়া, সুস্থ বিবেকেরও সমর্থিত নয়। মহান রব সঠিক আমল করার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয়ত: এজন্য যে, যদি মুক্বতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পড়া ফরয হতো এবং তাকে 'আ-মী-ন' বলারও নির্দেশ দেওয়া হতো, মুক্বতাদী সূরা ফাতিহার মধ্যভাগে এসে জামা'আতে শরীক হয়, আর ইমাম 'ওয়ালাদ্ব দ্বোয়া-ল্লী-ন' বলে ফেলেন এখন যদি মুক্বতাদী 'আ-মী-ন' না বলে, তাহলে ওই সুন্নাতের বিরোধিতা হলো; কিন্তু যদি 'আ-মী-ন' বলে এবং চিৎকার করে বলে, তবে তো 'আ-মী-ন' (সূরা ফাতিহা পড়ার) মধ্যভাগে আসবে, ক্বোরআনে ক্বোরআন নয় এমন জিনিষকে সন্নিবিষ্ট করা আর সেও সূরা ফাতিহার মাধ্যভাগে চিৎকার করবে। সুতরাং এর কোনটাই সমীচীন হবে না।

(*দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পরবর্তী সংখ্যায়*)